كنوز الصلاة - بنغالي

নামাযের ধন-ভান্ডার
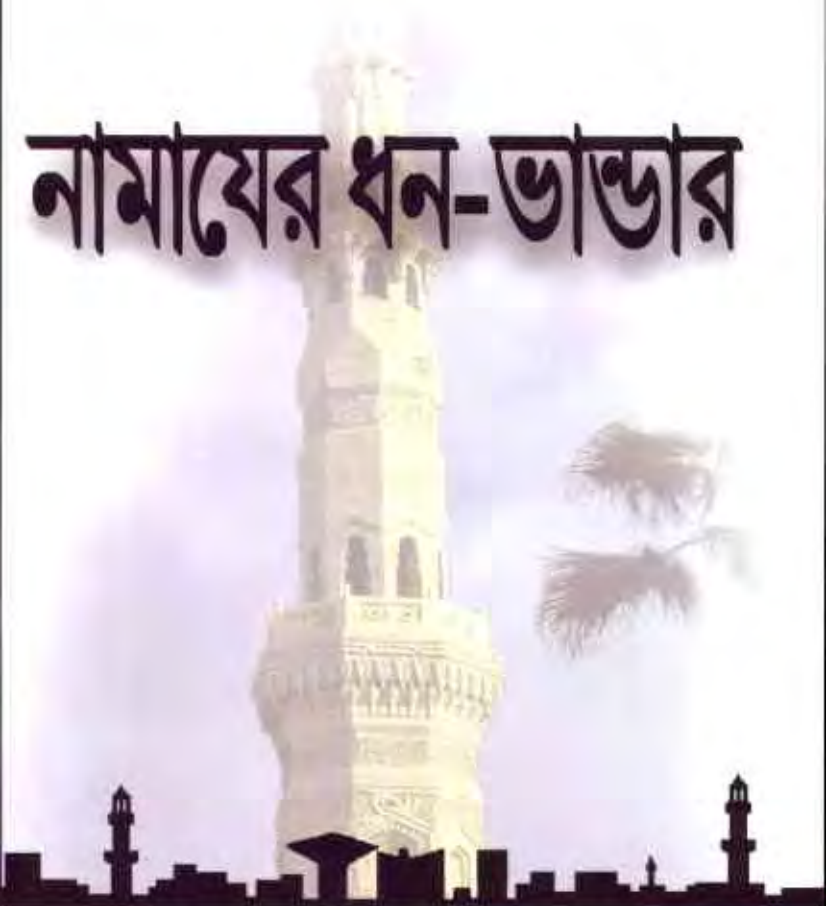
شعبة توعية الجاليات بالزلفي

143

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠٦ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠٦ ص.ب: ١٨٢

كنوز الصلاة

تأليف الشيخ: سليمان بن فهد بن دحيم العتيبي

ترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعةالأولى: ١٤٢٧/٨ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

كنوز الصلاة/ شعبة توعية الجاليات بالزلفي-١٤٢٥هـ

٨٦ ص؛ سم ١٢ X ١٧

ردمك : ١-٨٧-٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الصلاة أ-العنوان

ديوي ٢٥٢،٢ ١٤٢٦/٥٢٠٧

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٥٠٢٧

ردمك : ١-٨٧-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات في الزلفي

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৪	উপস্থাপনা
১১	ভূমিকা
১৫	নামাযের প্রথম ধন-ভান্ডার (নামাযের জন্য প্রস্তুতি)
১৬	অযুর ফযীলত
২০	অযুর পর দুআ
২২	দাঁতন করা
২২	অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়া
২৪	আযানের শব্দগুলো (মুআয্যিনের সাথে) বলা
২৬	আযানের পর দুআ
২৮	নামাযের জন্য যাওয়া
৩১	প্রথম কাতারে দাঁড়ানো
৩৪	সুন্নত নামাযগুলো আদায় করা
৩৬	আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দুআ
৩৬	নামাযের জন্য অপেক্ষা করা
৩৮	যিক্র ও কুরআন পাঠে মনোযোগী হওয়া
৪৮	কাতার সোজা করা
৫৩	দ্বিতীয় ধন-ভান্ডার (নামায আদায় করা)
৫৪	নামাযের ফযীলত
৬১	জামাআতের সাথে নামায আদায় করা
৬২	বিনয়-নম্রতা
৬৪	দুআয়ে ইস্তিফতাহ
৬৫	সূরা ফাতিহা পাঠ করা ও আ-মীন বলা
৬৯	রুকু ও সেজ্দা
৭৫	প্রথম ও শেষের তাশাহ্হুদ
৭৭	সালাম ফিরার পূর্বে দুআ
৮২	তৃতীয় ধন-ভান্ডার (নামাযের পরের কার্যাদি)

كنوز الصلاة

নামাযের ধন-ভান্ডার

تقديم

উপস্থাপনা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:

নামায হলো ইসলামের রুক্‌নসমূহের দ্বিতীয়তম রুক্‌ন ও উহার একটি খুঁটি। নামায হলো মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. [الرُّوم:٣١].

অর্থাৎ, "নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (আর্‌রূমঃ৩১) ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিযী ও আরো অন্যান্য ইমামগণ হুসাইন ইবনে ওয়াক্বিদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা থেকে, তিনি তাঁর পিতা (বুরায়দাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) رواه أحمد والترمذي

অর্থাৎ, "আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে

তা হচ্ছে নামাযের। কাজেই যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্‌রী করলো।' (আহমদ ৫/৩৪৬, তিরমিযী ২৬২১) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ ও গরীব হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।(আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৬২১) নামায আদায় করে মানুষ তার দ্বীনের সংরক্ষণ করে। যেমন ইমাম মালিক না'ফে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর প্রতিনিধিদেরকে এই নির্দেশ লিখে পাঠান যে, 'আমার নিকট তোমাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নামায। যে ব্যক্তি উহার হেফাযত করবে এবং যত্ন সহকারে উহা আদায় করবে, সে তার দ্বীনের সংরক্ষণ করবে। আর যে উহা নষ্ট করবে, সে অন্যান্য জিনিসের আরো অধিক নষ্টকারী হবে।' (মুআত্তাঃ ইমাম মালেক ১/৫) আর ইহা হলো ইসলামের এমন হাতল যার সর্ব শেষে পতন ঘটবে। যেমন ইমাম আহমদ, তাবরানী, হাকেম ও অন্যান্য ইমামগণ আব্দুল আযীয ইবনে ইসমা-ইলের সূত্রে বর্ণনা করছেন। তিনি সুলাইমান ইবনে হাবীব থেকে, তিনি আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ))

অর্থাৎ, "ইসলামের রজ্জুগুলির একটি একটি করে পতন ঘটবে। যখনই কোন একটি রজ্জুর পতন ঘটবে, মানুষ তার পরেরটিকে

আঁকড়ে ধরবে। সর্ব প্রথম পতন ঘটবে সুবিচারের এবং সর্ব শেষে পতন ঘটবে নামাযের।" (আহমদ ৫/২৫১, তাবরানী ৭৪৮৬, হাকেম ৪/৯২, ইবনে হিব্বান ২৫৭) এই হাদীসটি হাসান। ইমাম আহমদ এই হাদীসটিকে নামায ত্যাগকারী কাফের হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আর নামায ত্যাগকারী যে কাফের তার দলীল অনেক। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, নামায ত্যাগকারী কাফের। মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র তাঁর 'তা'যীমো ক্বাদরী-স্সলাত' নামক কিতাবে, খাল্লাল তাঁর 'সুন্নাহ' নামক কিতাবে, ইবনে বাত্তাহ্ তাঁর 'ইবানা' নামক কিতাবে এবং লালকায়ী তাঁর 'শারহ্ উসূললি ই'তিকাদি আহলিস্সুন্নাহ' নামক কিতাবে ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে ইসহাক) বলেন, আমাদেরকে আবান ইবনে সালেহ মুজাহিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুজাহিদ) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা ক'রে বলেন যে, আমি তাঁকে (জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ)কে জিজ্ঞেস করলাম যে, "আপনাদের নিকট নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর যামানায় কোন্ জিনিসটি কুফ্রী ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী গণ্য হতো? তিনি বললেন, নামায।" হাদীসের সনদ হাসান। এতে কোন প্রকার সমস্যা নেই। প্রশ্নকারীর 'আপনাদের নিকট' কথার অর্থ হলো, মুসলমানদের নিকট। আর তাঁরা হলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর যামানার সাহাবীগণ। মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র তাঁর 'তা'যীমু ক্বাদরিস্সালাত' নামক কিতাবে উল্লেখ ক'রে বলেন যে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া

ইবনে ইয়াহয়া, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ খাইসমা আবূ যুবায়ের থেকে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে বলতে শুনেছি, তাঁকে যখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আপনারা কোন্ পাপকে শির্ক গণ্য করতেন? তিনি বললেন, না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, বান্দা ও কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস কোন্‌টি? তিনি বললেন, নামায। এই হাদীসের সনদ সহীহ। পূর্বে বর্ণিত হাদীস এর সমর্থন করে। অনুরূপ ইমাম লালকায়ী আসাদ ইবনে মুসার সূত্রে বর্ণনা ক'রে বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহায়ের আবূয যুবায়ের হতে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারা কোন্ গোনাহকে কুফ্রী গণ্য করতেন? তিনি বললেন, না। বান্দা ও কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস কেবল নামায। অনুরূপ ইমাম খাল্লালের 'সুন্নাহ'নামক কিতাবে, ইমাম ইবনে বাত্তার 'ইবানা'নামক কিতাবে এবং ইমাম লালকায়ীর 'ই'তিক্বাদু আহলিস্‌সুন্নাহ' কিতাবে উদ্ধৃত হাদীসও এর সমর্থন করে। (উক্ত ইমামগণের) সকলেই এই হাদীস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আহমদ ইবনে হাম্বাল) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আউফ হাসান থেকে তিনি (হাসান) বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর সাহাবাগণ বলতেন, বান্দার মধ্যে ও তার শির্ক ক'রে কুফ্রী করার

মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হলো তার (বান্দার) বিনা কারণে নামায ত্যাগ করা। হাসান বাসরী পর্যন্ত এই হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ। আর এ কথা সুবিদিত যে, হাসান বাসরী (রাহঃ) বহু সংখ্যক সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁদের সঙ্গ লাভ করেছেন। অনুরূপ উক্ত হাদীসের সমর্থন করে ইবনে আবূ শাইবার 'ঈমান' নামক কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল আ'লা থেকে বর্ণিত হাদীস এবং ইমাম তিরমিযীর তিরমিযী শরীফে ও ইবনে নাস্‌রের 'সালাত' নামক কিতাবে বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যালের সূত্রে বর্ণিত হাদীস। উভয়েই বর্ণনা করেছেন জারিরী থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন শাক্বীক্ব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উক্বায়লী হতে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী গণ্য করতেন না। সনদটি বিশুদ্ধ। আর আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল আ'লা এই হাদীসটি তার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটার পূর্বে জারিরীর কাছ থেকে শুনেছেন। আল-আজালী তাঁর 'তারীখুস্‌সিক্বাত' নামক কিতাবের ১৮১পৃষ্ঠায় বলেন, আব্দুল আ'লার শোনা সর্বাধিক সঠিক। তিনি তাঁর (জারিরীর) কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর বুদ্ধির বিকৃতি ঘটার আট বছর পূর্বে। আর জারিরী থেকে বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যালের বর্ণনা তো বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তাই ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী'র ভূমিকার ৪৫পৃষ্ঠায় বলছেন, তিনি (বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যাল) তাঁর (জারিরীর) কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটার পূর্বে।

মুহাম্মাদ ইবনে নাস্‌র তাঁর 'সালাত' নামক কিতাবের ৯৭৮ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ ক'রে বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্য়াহ তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুন্নু'মান তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ূব থেকে তিনি বলেন, নামায ত্যাগ করা কুফ্রী এতে কোন মতভেদ নেই। অনুরূপ ইবনে নাস্র উক্ত কিতাবের ৯৯০পৃষ্ঠায় বলেন, আমি ইসহাক্বকে বলতে শুনেছি, তিনি ব'লেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে সঠিক সূত্রে যা বর্ণিত তা হলো এই যে, বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায ত্যাগ করে এবং উহার সময় শেষ হওয়া অবধি পড়ে না, সে কাফের। আমি (উপস্থাপক) বলবো, হতে পারে ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইকে সেই কিছু সংখ্যক লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয় নি যাঁরা সাহাবাদের পর এসেছেন এবং এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। তাই তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র 'সালাত'নামক কিতাবের ৯২৫পৃষ্ঠায় নামায ত্যাগকারীর কাফের হওয়া, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হওয়া এবং যে নামায প্রতিষ্ঠা করে না তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ ক'রে বলেন, এই ধরনের উক্তি সাহাবাদের থেকেও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর এ ব্যাপারে কারো কোন মত বিরোধ আমাদের কাছে আসে নি। অতঃপর নামায ত্যাগকারীর কাফের হওয়া, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হওয়া এবং যে নামায প্রতিষ্ঠা করে না তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণিত

হাদীসগুলো ব্যাখ্যায় আলেমগণের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। আমি (উপস্থাপক) বলবো 'সুন্নাহ্'নামক কিতাবে, ইবনে নাস্র 'সালাত'নামক কিতাবে, খাল্লাল 'সুন্নাহ'নামক কিতাবে, আ-জুরী 'শারীয়া' নামক কিতাবে এবং ইবনে বাত্তাহ 'ইবানা' নামক কিতাবে বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের উক্তির উল্লেখ করেছেন, যাঁরা নামায ত্যাগকারীকে কাফের মনে করতেন। কেউ কেউ নামায ত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে পৃথক বইও লিখেছেন এবং তাতে এ ব্যাপারে বর্ণিত প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন।

ভাই সুলাইমান ইবনে ফাহাদ আল-উতায়বী একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম দিয়েছেন 'কুনুযুস্সালাত'। এতে তিনি এই মহান ফরযের গুরুত্ব এবং দ্বীনে উহার মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আর নামাযের বিধান, উহার উপকারিতা এবং উহার এমন অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা উহাকে অন্যান্য ইবাদত থেকে পৃথক করে। সেই সাথে নামাযে কত নেকী সে কথারও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা এবং আরো (ভাল কাজ করার) তৌফীক্ব দান করুন।

লিখেছেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান আস্সাআদ

ভূমিকা

الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـــده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنعم الله عليه بمعراج إلى السماء ليتلقـــى تكليـــف الصلاة، فكانت بعد العقيدة أول الواجبات، وللمؤمنين أهم السمات.

অবশ্যই নামায নাফসকে প্রতিপালন করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অন্তরে আল্লাহর মহিমা ও তাঁর মাহাত্ম্যের বীজ বপন ক'রে, উহাকে আলোকিত করে এবং মানুষকে সৌভাগ্যবান ও উত্তম চরিত্রের দ্বারা সুন্দর করে তুলে। নবীগণ তাওহীদের পর নিয়মিত যে জিনিস পালন করেছেন, তা ছিলো এই নামায। তাই তো আল্লাহ নবী ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾. [مريم:٥٥].

অর্থাৎ, "তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন।" (মারইয়ামঃ৫৫) আর ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾. [مريم:٣١].

অর্থাৎ, "তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।" (মারইয়ামঃ ৩১) এই নামাযের মাধ্যমে প্রতিদিন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে বান্দা এর দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে, যা তাকে দ্বীনের বিধান পালনের কষ্ট সহ্য করতে সহযোগিতা করে। অবশ্যই

নামাযে রয়েছে বহু মূল্যবান ধন-ভান্ডার, যা আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত। কিন্তু সে কোথা থেকে দেখবে যার দু'টি চোখই অন্ধ। নামাযে রয়েছে তিনটি গুপ্ত ধন-ভান্ডার। তাই আল্লাহর সাহায্য, তারপর তালাশ এবং মনোবল ও ইখলাসের দ্বারা আপনি একটি নামাযের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হতে পারেন।

এই গুপ্ত ধন-ভান্ডারগুলোর প্রথম ভান্ডার হলো, নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই ধন-ভান্ডার অর্জিত হয় অযু, আযানের উত্তর দান এবং আগে-ভাগে নামাযসমূহের জন্য উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় গুপ্ত ধন-ভান্ডারটি অর্জন করা যায় নামাযকে সঠিক পন্থায় প্রতিষ্ঠা ক'রে, বিনয় ও ধীরস্থিরতার সাথে উহা আদায় ক'রে উহার গভীরে ডুব দেওয়ার মাধ্যমে। আর তৃতীয় মূল্যবান ধন-ভান্ডারটি অর্জন করে ধন্য হওয়া যায় নামাযের পর যিক্‌র-আযকার পাঠ ক'রে, সুন্নত নামাযগুলো আদায় ক'রে এবং পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এই কিতাবে আমার ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন, আমার অবহেলাকে মাফ করে দেন এবং এই কিতাবকে মুসলিমদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। আর মহান আল্লাহর নিকট এ দুআও করি যে, তিনি যেন আমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে এই সংক্ষিপ্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাকে দু'টি নেকীর অধিকারী বানিয়ে দেন; পরিশ্রমের নেকী এবং তা সঠিক হওয়ার নেকী। আমাদের সর্ব শেষ কথা হলো, সমস্ত প্রশংসা নিখিল

বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আবূ সুলতান
সুলাইমান ইবনে ফাহাদ
P. B No- 270144 রিয়ায ১১৩৫২ ২২/১০/১৪২১ হিঃ

كنوز الصلاة

নামাযের ধন-ভান্ডার

নামাযে রয়েছে অনেক সুবৃহৎ ধন-ভান্ডার। হয়তো অনেক মানুষের কাছে তা অজানা। এই ভান্ডারগুলি পরিপূর্ণ রয়েছে বিপুল বিনিময়ে, সাওয়াবে এবং উচ্চ মর্যাদাসমূহে। কিন্তু শয়তান তা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখে এবং উহার দর্শন হতে আমাদেরকে দূরে রাখে। যখন আমরা আমাদের গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠি, তখন আমাদেরকে বিপুল সাওয়াব ও পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য অল্পতেই সন্তুষ্ট রাখে। তাই আমরা নামায থেকে বের হই অথচ সেই নামাযের কোন নেকী আমাদের জন্য লিখা হয় না।আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে বাঁচান! তাই মনে করি আমাদেরকে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন ক'রে আল্লাহর প্রতি ঈমানের এবং কথা ও কাজের নিষ্ঠার হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে, ধৈর্য ও যিক্‌রের দুর্গে আত্ম রক্ষা ক'রে এবং বিনয়ের বর্ম পরিধান ক'রে নাফ্‌স, প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যাতে আমরা আমাদের নামাযের এবং তাতে বিদ্যমান মহান ধন-ভান্ডারের হেফাযত করতে পারি, যা পূর্বে আমরা হারিয়েছি। এখন আমাদেরকে নিদ্রা ও উদাসীনতা থেকে জেগে উঠে নেক লোকদের পথে যাত্রা ক'রে নিজেদের পুণ্যের পুঁজি বাড়াতে হবে। আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমার অপেক্ষা করতে হবে, যাতে করে নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

অবশ্যই নামাযে রয়েছে এমন মহান ধন-ভান্ডার যার কিছু অর্জন

করা যায় নামাযের পূর্বে। কিছু অর্জন করা যায় নামায আদায়কালীন এবং কিছু অর্জন করা যায় নামাযের পর। আসুন! এখন আমরা ইখ- লাস ও মনোবলের কিস্তিতে সাওয়ার হয়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে নামাযের তিনটি গুপ্ত ধন-ভান্ডারের খোঁজে যাত্রা আরম্ভ করি।

১। প্রথম ধন-ভান্ডার নামাযের পূর্বে। অর্থাৎ, নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

২। দ্বিতীয় ধন-ভান্ডার নামাযের মধ্যে। অর্থাৎ, নামায আদায় করে।

৩। তৃতীয় ধন-ভান্ডার নামাযের পর। অর্থাৎ, নামাযের পর যিক্‌র-আযকার করে।

প্রথম ধন-ভান্ডার

নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাঃ

নামাযে প্রবেশ করার পূর্বেই আমরা এই মূল্যবান ধন-ভন্ডারটি অর্জন করতে পারি। নামাযের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং মানসিক-ভাবে তৈরী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ চাহেতো আমরা এই মূল্যবান ধন-ভান্ডারটির মালিক হতে পারি। এখন আপনাদের সামনে এই ধন-ভান্ডারটির মালিক হওয়ার পদক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। **অযুঃ** অযুর অনেক ফযীলত। অযুই হলো নেকী ও দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জন করার **প্রথম** পদক্ষেপ। অযুর দ্বারা আমরা নিম্নে বর্ণিত নেকী গুলো অর্জন করতে পারিঃ-

(ক) আল্লাহর ভালবাসাঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾. [البقرة:٢٢٢].

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারী-দেরকে পছন্দ করেন।" (বাক্বারাঃ ২২২) আল্লাহ যে আমাদেরকে ভালবাসেন এর থেকে বড় নেকী আর কি হতে পারে? শায়খ সা'দী (রাহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুতাত্বাহহেরীন' (পবিত্রতা অর্জনকারীগণ) বলতে তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আর এটা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে শামিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জন শরীয়তী বিধি। কেননা, মহান আল্লাহ পবিত্রজনকে ভালবাসেন। আর এই কারণেই নামায ও তাওয়াফ সহীহ হওয়ার এবং কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতাকে শর্ত গণ্য করা হয়েছে।

(খ) অযুর পানির সাথে গোনাহ ঝরে যাওয়াঃ-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِياً مِنَ الذُّنُوْبِ)) رواه مسلم ٢٤٤

অর্থাৎ, "মুসলিম বা মু'মিন বান্দা যখন অযু করতে গিয়ে স্বীয়

মুখমন্ডল ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন সব গোনাহ্ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টির দ্বারা করে ছিলো। তারপর সে যখন তার হাতদু'টি ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে করেছিলো। অতঃপর সে যখন তার পাদ্বয় ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পা থেকে এমন সব পাপ ঝরে যায় যা সে পা দ্বারা করেছিলো। এমন কি সে তখন গোনাহ থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৪৪) আর উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) رواه مسلم ٢٤٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযু করে তার শরীর থেকে সমস্ত পাপ বের হয়ে যায় এমন কি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়।"

(মুসলিম ২৪৫)

(গ) কিয়ামতের দিন অযুর জায়গাগুলো আলোক-উজ্জ্বল হবেঃ-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে,

((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنْ

استَطَاعَ مِنكُمْ أَن يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)) البخاري ١٣٩ والمسلم ٢٤٦

অর্থাৎ, "আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন অযুর নিদর্শনের কারণে (গুর্‌রান মুহাজ্জালীন) দীপ্তিমান মুখমন্ডল ও শুভ্রতার অধিকারী বলে ডাকা হবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা বাড়াবার ক্ষমতা রাখে, সে যেন তা করে।" (বুখারী ১৩৬-মুসলিম ২৪৬)

'গুর্‌রা' হলো ঘোড়ার মুখমন্ডলের শুভ্রতা। আর 'তাহ্‌জীল' হলো তার (ঘোড়ার) পায়ের শুভ্রতা যা তাকে অতীব সৌন্দর্য করে তুলে। কিয়ামতের দিন অযুর স্থানসমূহ থেকে যে দীপ্তি উদ্ভাসিত হবে তাকে

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) 'গুর্‌রা' ও 'তাহ্‌জীল'এর সাথে তুলনা করেছেন।

(ঘ) গোনাহ দূর করে এবং মর্যাদা বুলন্দ করেঃ-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَة، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দেবেন এবং তোমা-

দের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?' সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, 'কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়। ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১) হাদীসে যে 'মাকারেহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হলো, কঠিন ঠান্ডা বা এমন রোগ যা রোগীকে এমন দুর্বল করে যে নড়তেও পারে না। এ ধরনের আরো এমন সব অবস্থা, যে অবস্থায় অযু করা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়। যেহেতু উল্লিখিত কাজগুলো অব্যাহতভাবে করলে পাপসমূহ মাফ হওয়ার, নেকী বৃদ্ধি হওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার আশা থাকে, সেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এটাকে জিহাদে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, এই প্রতিরক্ষার কাজে শহীদ হওয়া এবং গোনাহ মাফ উভয়েরই আশা থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এই কাজগুলো 'রেবাত' বলা হয়েছে কারণ এই কাজগুলো সম্পাদনকারীকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ঙ) গোনাহ মার্জনা এবং জান্নাতে প্রবেশঃ-

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অযু করেন অতঃপর বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে আমার মত করে এইভাবে অযু করতে দেখেছি। তিনি অযু ক'রে বললেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)) البخاري ١٦٠ مسلم ٢٢٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু ক'রে একাগ্রচিত্তে দু'রাকআত নামায পড়বে, তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ১৬০-মুসলিম ২২৬)

উক্ববা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) مسلم ٢٣٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তিই সুন্দর করে অযু করে একাগ্রচিত্তে ও ধীরস্থির মনে দু'রাকআত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৩৪)

২। অযুর পর দুআ পাঠঃ-

অযুর পরে দুআ পাঠ করারও বড় ফযীলত। এখনও আমরা প্রথম ধন-ভান্ডারের গুদাম থেকে আরো বেশী বেশী নেকী ও বিনিময় অর্জনের খোঁজেই রয়েছি। অযুর পর নির্দিষ্ট দুআসমূহের দ্বারা আমরা নিম্নে বর্ণিত সাওয়াবগুলো অর্জন করতে পারিঃ-

(ক) জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়ে তাতে প্রবেশের স্বাধীনতাঃ-

উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি-

অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُاللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) مسلم ٢٣٤

অর্থাৎ, "তোমাদের যে কেউ যথাযথভাবে অযু ক'রে বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শরীকালাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুল্লাহি অ রাসূলুহু' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল,) তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেগুলোর যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪)

(খ) এই যিক্র পাতলা চামড়ার রেজিষ্টারে লিখে তাতে মোহর মেরে দেওয়া হবে ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবেঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْـتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ له فِي رَقٍّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ، فَلَمْ يُكْسَـرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) الترغيب والترهيب ١/١٧٢

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অযু ক'রে বলে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা অ বিহাম-দিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আসতাগফিরুকা অ আতুবু ইলায়কা' ইহা পাতলা চামড়াতে লিখে তাতে মোহর করে দেওয়া হবে। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে।" (তারগীব-তারহীব ১/ ১৭২, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব আলবানীঃ ২২৫)

৩। দাঁতন করাঃ

এখনও আমরা নেকীর পর নেকী অর্জনের পথেই রয়েছি। এখন আমরা দাঁতনের স্টেশনে বিরাজ করছি। আপনাদের সামনে দাঁতন করার মহান সাওয়াবকে তুলে ধরছিঃ

*** দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করে এবং রব্বকে সন্তুষ্ট করে।** আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((السِّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) النسائي وابن خزيمة وابن حبان

অর্থাৎ, "দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করে এবং রবকে সন্তুষ্ট করে।" (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে নাসায়ী আলবানীঃ ৫)

৪। অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়াঃ-

অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়ার বড়ই ফযীলত। কেননা, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَن يَسْتَهِمُوْا

عَلَيْه لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ–أي التكبير–لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ))

متفق عليه ٦١٥–٤٣٧

অর্থাৎ, "লোকে যদি জানতো আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী ছাড়া সেগুলো হাসিল করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানতো, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) তবে জুমআর নামাযের জন্য অগ্রিম যাওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত যা অতুলনীয়। আমার সাথে এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন! আওস ইবনে আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)) رواه أحمد والترمذي والنسائي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল ক'রে সকাল সকাল রওনা হয় এবং ইমামের অতি নিকটে বসে চুপচাপ খুৎবা শোনে, সে প্রতি পদক্ষেপে এক বছর রোযা রাখার এবং এক বছর রাত্রে কিয়াম করার নেকী পায়। আর এটা আল্লাহর জন্য বড় সহজ ব্যাপার।" (আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ

সুনানে তিরমিযী ও নাসায়ী আলবানীঃ ৪৯৬-১৩৬৭) প্রত্যেক পদক্ষেপ এক বছর রোযা রাখার ও কিয়াম করার সমান?! কোন্ ফযীলত এর থেকে বড় এবং কোন্ নেকী এর চেয়ে উত্তম হতে পারে। অনুরূপ নামাযের জন্য আগে-ভাগে যাওয়া মসজিদের সাথে অন্তর ঝুলে থাকারই দলীল। যার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، وذكر منهم: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ)) متفق عليه (وفي رواية الترمذي ٢٣٩١: ((إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ))

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে।" (বুখারী ৬৬০-মুসলিম ১০৩১) (আর তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে যে, "তার অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে না ফিরা পর্যন্ত সব সময় মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে।" (তিরমিযী ২৩৯১)

৫। আযানের শব্দগুলো (মুআযযিনের সাথে) বলাঃ-

এখনও আমরা নামাযের প্রথম ধন-ভান্ডার থেকে মূল্যবান নেকী-সমূহের খোঁজেই রয়েছি। এখন আযানের শব্দগুলো বলার নেকীর খোঁজ করছি। যার সাওয়াব সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, এই কাজটির প্রতিদান

জান্নাত। আসুন আমার সাথে (নিম্নের) হাদীস দু'টি লক্ষ্য করুন! উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَقَالَ: لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) مسلم ٣٨٥

অর্থাৎ, "মুআযযিন 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বললে তোমাদের কেউ যদি তার সাথে বলে, 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার', অতঃপর মুআযযিন 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বললে, সেও যদি বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ', তারপর মুআযযিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললে, সেও যদি বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', অতঃপর মুআযযিন 'হায়্যা আ'লাস্সলা-হ' বললে, সে যদি বলে, 'লা-হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-হ বিল্লা-হ', তারপর মুআযযিন 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বললে, সেও যদি বলে, 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার', অতঃপর মুআযযিন

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বললে, সেও যদি অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ৩৮৫) আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। তিনি চুপ করলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِيْناً دَخَــلَ الْجَنَّـــةَ)) رواه أحمــد ٢/ ٣٥٢ والنسائي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর মত করে অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমদ ও নাসায়ী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে নাসায়ী আলবানীঃ ৬৭৪)

৬। আযানের পরের দুআ পাঠঃ

আযানের পরের যে দুআ তার সাওয়াব অনেক। তবে এ থেকে অনেক মানুষ উদাসীন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছিঃ

(ক) গোনাহ মাফ হয়ঃ

সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـــدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْناً

وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) مسلم ٣٨٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বলে, 'অ আনা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হূ ওয়াহদাহু লা-শারীকালা-হূ অ আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাউ অ বিল ইসলামি দ্বীনাউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলা' (অর্থাৎ, আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীন রূপে গ্রহণ ক'রে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট, তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম ৩৮৬)

(খ) তার জন্য নবীর শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়ঃ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((من قال حين يسمع النداء اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) البخاري ٦١٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আযান শোনার পর (এই দুআ বলে যার অর্থ), হে আল্লাহ! এই পূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান করো। তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো, তার জন্য কিয়ামতের দিন

আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।” (বুখারী ৬১৪)

৭। নামাযের জন্য যাওয়াঃ

নামাযের জন্য যাওয়া বহু মূল্যবান নেকীতে ভর্তি। এতে মুসলিমের নেকীর পুঁজি বৃদ্ধি পায়। সংক্ষিপ্তাকারে উহার বর্ণনা দিচ্ছিঃ

(১) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থাঃ আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَـدَا أَوْ رَاحَ)) متفق عليه ٦٦٢-٦٦٩

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।” (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ৬৬৯)

(২) গোনাহ মিটে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়ঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِـنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَـةً)) مسلم ٦٦٦

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি বাড়িতে অযু ক’রে আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ফরয কাজসমূহের কোন ফরয

কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ্ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬)

(৩) বহু নেকী অর্জিত হয়ঃ

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ)) البخاري ٦٥١ مسلم ٦٦٢

অর্থাৎ, "অবশ্যই মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তিই নামাযের জন্য সর্বাধিক নেকী পাবে, যে বেশী দূর থেকে হেঁটে আসবে। তারপর যে আরো বেশী দূর থেকে আসবে, সে আরো বেশী প্রতিদান পাবে। আর যে নামাযের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ইমামের সাথে তা আদায় করে, সে তার চাইতে বেশী নেকী পাবে যে একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে যায়।" (বুখারী ৬৫১-মুসলিম ৬৬২)

(৪) কিয়ামতে পরিপূর্ণ আলো লাভঃ

বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أبوداود ٥٦١ والترمذي ٢٢٣

অর্থাৎ, "অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে আগমনকারীদেরকে

কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ আলোর সুখবর দাও।" (আবু দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫৬১-২২৩)

(৫) গোনাহ মাফ হয়।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ))

مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?' সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, 'কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১)

(৬) সাদক্বার নেকী হয়ঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ))

رواه مسلم ١٠٠٩

অর্থাৎ, "উত্তম বাক্য সাদক্বায় পরিণত হয় এবং নামাযের জন্য প্রত্যেক পদচারণা সাদক্বায় পরিণত হয়।" (মুসলিম ১০০৯)

৮।প্রথম কাতারে দাঁড়ানোঃ

(ক) প্রথম কাতারে দাঁড়াতে আগ্রহী হওয়ার ফযীলত অনেক। আর মনে হয় প্রথম কাতারের ফযীলত অনেক বেশী তাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই নেকীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তিনি শুধু বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَن يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ–أي التكبير–لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ))

متفق عليه ٦١٥–٤٣٧

অর্থাৎ, "লোকে যদি জানতো আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে অতঃপর লটারী ছাড়া সেগুলো হাসিল করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানতো, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) তিনি কল্যাণ ও বরকত এবং ফযীলতের কথা বলে দিয়েছেন কেবল। তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন নি।

(খ) ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

((أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ)) رواه مسلم ٤٣٠

অর্থাৎ, "তোমরা কি ঐভাবে কাতারবদ্ধ হবে না যেভাবে ফেরেশ-তারা তাঁদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হোন? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা কিভাবে তাঁদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হোন? তিনি বললেন, তাঁরা সামনের কাতার গুলো পুরো করেন এবং কাতারের মধ্যে কোন ফাঁক না রেখে ঘেঁসে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে যান।" (মুসলিম ৪৩০)

(গ) পুরুষের জন্য কল্যাণকর হওয়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)) رواه مسلم ٤٤٠

অর্থাৎ, "পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হলো শেষের কাতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হলো শেষের কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হলো প্রথম কাতার।" (মুসলিম ৪৪০)

(ঘ) পিছনে অবস্থানকারীদেরকে আল্লাহ পিছনে ফেলে দেন নবীর এই ধমক থেকে রেহাই পাওয়াঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর সাহাবাদের দেখলেন তাঁরা পিছনে থাকছেন। তাই তিনি তাঁদেরকে বললেন,

((تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُم اللهُ)) رواه مسلم ٤٣٨

অর্থাৎ, "তোমরা সামনে এগিয়ে এসে আমার অনুসরণ করো আর তোমাদের পিছনে যারা আছে তাদের তোমাদের অনুসরণ করা উচিত। কোন জাতি পিছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে ফেলে দেন।" (মুসলিম ৪৩৮)

(ঙ) আল্লাহর ও তাঁর ফেরেশতাদের প্রথম কাতারের প্রতি রহমত বর্ষণঃ

বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কাতারের মাঝখান দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন,

((لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ)) وكان يقول: ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ)) رواه أبوداود ٦٦٤

অর্থাৎ, "আগে-পিছে হয়ে দাঁড়াও না, তাহলে তোমাদের মনের

মধ্যেও অনৈক্য দেখা দেবে।" তিনি এ কথাও বলতেন যে, "অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারগুলোর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৬৬৪)

৯। সুন্নত নামাযগুলো আদায় করাঃ

(ক) সুন্নাত নামাযগুলো আদায়ের যত্ন নেওয়া জান্নাতে একটি ঘরের মালিক বানায়। উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)) رواه مسلم ٧٢٨

অর্থাৎ, "যে মুসলিম বান্দাই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮)

এই সুন্নাতগুলোর কিছু সুন্নত ফরয নামাযের পূর্বে এবং কিছু ফরয নামাযের পর। এই সুন্নতগুলোর মোট সংখ্যা হলো বার রাকআত। ফরয নামাযের পূর্বেকার সুন্নতগুলো হলো,

১। ফজরের পূর্বে দু'রাকআতঃ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)) رواه مسلم ٧٢٥

অর্থাৎ, "ফজরে দু'রাকআত সুন্নত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম ৭২৫) লক্ষ্য করুন এই হাদীসটির প্রতি, ফজরের দু'রাকআত সুন্নত দুনিয়া ও তাতে মাল-ধন ও বাড়ি-গাড়ি যা কিছু আছে তার থেকেও শ্রেয়।

২। যোহরের পূর্বে চার রাকআতঃ

ফরয নামাযের পরের সুন্নতগুলো হলো,

১। যোহরের পর দু'রাকআত।

২। মাগরিবের পর দু'রাকআত।

৩। ঈশার পর দু'রাকআত।

(খ) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল আদায়ের যত্ন নেওয়া আমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর রহমত বর্ষণের দুআর অন্তর্ভুক্ত করে। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً)) رواه الترمذي ٤٣٠ وأبــوداود ١٢٧١

অর্থাৎ, "সেই লোকের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন যে আসরের পূর্বে

চার রাকআত নামায আদায় করে।” (তিরমিযী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪৩০-১২৭১)

১০। আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দুআ করাঃ

নামাযের জন্য অগ্রিম যাওয়া আপনাকে আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দুআ করার সুযোগ করে দেয়। আর এই সময়ের দুআ হলো উহা কবুল হওয়ার সময়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এটাই হলো একটি ধন-ভান্ডার যা দুআর মাধ্যমে হাসিল করে নেওয়া উচিত। মসজিদে দুআ করা অন্য স্থান হতে কবুল হওয়ার জন্য বেশী দাবী রাখে। কারণ এই স্থান ফযীলতের এবং সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার কারণে নামাযেই থাকে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) رواه أبوداود والترمذي

অর্থাৎ, “আযান ও ইক্বামতের মাঝের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।” (আবূ দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫২১-২১২)

১১। নামাযের জন্য অপেক্ষা করাঃ অবশ্যই আগে-ভাগে এসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা আপনাকে অনেক নেকী অর্জনের অধিকারী বানায়। যেমন,

(ক) নামাযের জন্য আপনার অপেক্ষা করার ফযীলত হলো নামাযের সমানঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لاَيَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّـــلاَةُ تَحْبِسُــــهُ)) متفـــق عليـــه ٣٢٢٩-٦٤٩

অর্থাৎ, "যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে।" (বুখারী ৩২২৯-মুসলিম ৬৪৯)

(খ) ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনাঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لاَيَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَاكَانَ فِي مُصَــلاَّهُ يَنْتَظِــرُ الصَّـــلاَةَ وَ تَقُــوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَــرِفَ أَوْ يُحْــدِثَ)) رواه البخاري ٣٢٢٩ ومسلم ٦٤٩

অর্থাৎ, "বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করো। যতক্ষণ সে না ফিরে যায় অথবা তার অু ভেঙে যায়।" (বুখারী ৩২২৯-মুসলিম ৬৪৯) 'যে ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ দুআ করেন তার জন্য ফেরেশতাদের দুআ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।' (শারহুল মুমতে')

(গ) গোনাহ মাফ ও মর্যাদা উঁচু হয়ঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?' সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, 'কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম)

১২। যিক্র ও কুরআন পঠনে মনোযোগী হওয়াঃ

যে ব্যক্তি আগে-ভাগে মসজিদে যায়, সে বহু প্রকারের ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন, যিক্র ও কুরআন তেলাওয়াত করা, মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত নিয়ে গবেষণা করা এবং দুনিয়া ও উহার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া। যাতে নামাযে মনোযোগী ও বিনয়-নম্র হতে পারে। পক্ষান্তরে যে দেরী করে যায় সে এমন অবস্থায় নামায পড়ে যে তার অন্তর অন্য দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। ফলে সে নামাযের প্রতি মনোযোগী এবং তাতে মনকে উপস্থিত করতে পারে না।

আমার দ্বীনি ভাই! আমি আপনার সামনে কিছু সুবর্ণ সুযোগ পেশ করছি যে সুযোগকে আপনি নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে কাজে লাগিয়ে নিজের নেকীর পুঁজি বৃদ্ধি করতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন,

ক-কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতঃ		
তেলাওয়াতের পরিমাণ	ফলাফল	নিয়ম
১। প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইক্বামতের মাঝে ৫পৃষ্ঠা পড়া তাহলে হবে প্রতিদিন ২৫ পৃষ্ঠা।	প্রায় ২৪ দিনে কুরআন খতম হয়ে যাবে।	কুরআনের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৬০৪/২৫ পৃষ্ঠা × ২৪ দিন= ৬০০ প্রায়।
২।নামাযগুলোর অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন এক পারা করে পড়া।	এইভাবে তেলা-ওয়াতে ৩০দিনে কুরআন খতম হবে।	কুরআনুল কারীম হলো ৩০পারা এক মাস ৩০ দিনের। প্রত্যেক দিন এক পারা করে পড়লে ৩০ দিনে কুরআন খতম।
৩। নামাযের জন্য অপেক্ষা-র সময়ে প্রত্যেক দিন তিন আয়াত করে মুখস্থ করা।	ইনশা---৮বছরে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে।	অভিজ্ঞতার আলোকে।

৪। নামাযের অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন সওয়া এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করা।	আল্লাহ চাহেতো দেড় বছরে পূরা কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে।	৬০৪÷১,২৫=৪৮৩,২দিন। ৪৮৩,২÷৩০দিন= এক বছর চার মাস দশদিন।
৫। নামাযের জন্য অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন দু'পৃষ্ঠা করে পড়া।	আল্লাহ চাইতো এক বছরে কুর-আন খতম হয়ে যাবে।	৬০৪÷২=৩০দিন= ১০মাস।
৬। তিনবার সূরা ইখলাস (কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ) পড়া।	কুরআন খতম করার সমান নেকী হবে।	আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনিবলেন, রাসূ-ল (সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তো-মাদের কেউ কি এক রাতে কুর-আনের এক তৃ-তীয়াংশ পড়তে পারবে না? সা-হাবাগণ বললেন, এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বে। তিনি বললেন,

		'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' হলো কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (বুখারী ৫০১৫-মুসলিম ৮১১)
৭। সূরাতুল কাফেরুন চার-বার পড়া।	একবার কুরআন খতম করার সমান নেকী হবে।	ইবনে উমার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসা-ল্লাম বলেছেন, কুল হু ওয়াল্লাহু হলো কুরআনের এক তৃতীয়াংশে-র সমান। আর 'কুল ইয়া আই যূহাল কাফেরুন' হলো কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী,

		হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আল-বানীঃ ২৮৯৪)
৮। সূরা 'মুল্‌ক'একবার পড়া।	গোনাহসমূহ মাফ হয়।	আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি এমন সূরা রয়েছে যা (পাঠকারী) কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সূরাটি হলো, 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক' (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে

		তিরমিযী আলবানীঃ ২৮৯১)

আমরা এখনও নেকী ও সওয়াবের বাগানেই বিরাজ করছি। আমার সাথে কুরআন তেলাওয়াতের এই মহান ফযীলতের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ)) رواه الترمذي ٢٩١٠

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বদলায় একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী হয় দশটি নেকীর সমান। আমি অলিফ-লাম-মীমকে একটি অক্ষর বলছি না বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৯১০) কুরআনের একটি ছোট সূরার উদাহরণ পেশ করছি। সূরা কাওসারের মোট অক্ষর হলো ৪২টি। প্রত্যেক অক্ষরের বদলে পাওয়া যায় ১০টি করে নেকী। তাহলে এই সূরাটি পড়লে নেকী হবে মোট ৪২০টি। লক্ষ্য করুন, কুরআনের সব থেকে ছোট সূরা কাওসারের যদি এত মহান ফযীলত হয়, তাহলে আপনি নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে যদি কয়েক পৃষ্ঠা পড়েন, কতই না নেকী

হবে?

(খ) যিক্‌রসমূহের ফযীলতঃ

যিক্‌র	ফযীলত ও নেকী	দলীল
১০০বার 'সুবহানা ল্লাহ' পড়লে,	১০০০ নেকী হবে অথবা ১০০০ গোনাহ মাফ করা হবে।	মুসআ'ব ইবনে সা'দ বলেন, আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা ক'রে বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসা- ল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমা- দের কেউ কি প্রত্যেক দিন ১০০০ নেকী সঞ্চয় করতে পারে না? সাথী- দের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, আমা- দের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকী সঞ্চয় করবে? তিনি বললেন, "সে ১০০বার 'সুবহানা ল্লাহ' পড়বে তাহলে তার জন্য ১০০০নেকী লিখে দেওয়া হবে অথবা

		১০০০ গোনাহ মাফ করা হবে।” (মুসলিম ২৬৯৮)
২। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা -হু অহ্দাহু লা-শারী কালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহু- য়া আ’লা কুল্লি শায়্যি ন ক্বাদীর’ পড়বে।	সে দশটি ক্রীত- দাস স্বাধীন করার সমান নেকী লাভ করবে, তার জন্য ১০০টি নেকী লিখে দেওয়া হবে এবং তার থেকে ১০০টি গোনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সে সংরক্ষিত থাকবে	আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলে ছেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হূ অহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ’লা কুল্লি শা- য়্যিন ক্বাদীর’ সে দশটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী লাভ করবে। তার জন্য লিখে দেওয়া হবে ১০০টি নেকী এবং তার থেকে ১০০টি গো- নাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সে সংরক্ষিত থাকবে এবং

		কিয়ামতের দিন তার চাই তে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চেয়েও বেশী আমল করেছে।” (বুখারী ৬৪০৩-মুসলিম ২৬৯১
৩। ‘লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা হ’ পড়বে।	জান্নাতের একটি গুপ্ত ধন-ভান্ডার লাভ করবে।	আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম) বলেছেন, “আমি তোমাকে এমন একটি বাক্যের কথা বলে দেবো না যা হলো জান্না-তের গুপ্ত ধন-ভান্ডার? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হলো, ‘**লা-**হাউলা অলা কুউও য়াতা ইল্লা বিল্লা-হ’।” (বুখারী ২৯৯২-মুসলিম ২৭০৪)
৪। ‘সুবহানাল্লাহিল	তার জন্য জান্না-	রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলা-

আযীম অ বিহামদিহি' পড়বে।	তে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।	ইহি অসাল্লাম) বলেছেন যে, 'সুবহানাল্লাহিল আ-যীম অ বিহামদিহি' পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ৩৪৬৪)
৫। মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।	প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা পরিমাণ নেকী পাবে।	রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা পরিমাণ নেকী পাবে।" (তাবরানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ ১০/১২০)

প্রত্যেক মুসলিমের বিশেষ করে নামাযের জন্য অপেক্ষাকারীর উচিত ফযীলতের এই স্থানে যিক্র ও আযকারের মাধ্যমে এই মূল্যবান সময়কে কাজে লাগিয়ে স্বীয় নেকী-সওয়াবের পুঁজি আরো বৃদ্ধি করে নেওয়া।

১৩। কাতার সোজা করাঃ

নামায আদায়ের প্রস্তুতি স্বরূপ কাতার সোজা করা ওয়াজিব। আর এই কাতার সোজা করার ফযীলতও অনেক। তন্মধ্যে হলো,

(ক) অন্তরসমূহে ও লক্ষ্যসমূহে ঐক্য সৃষ্টি হয়ঃ

নো'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ)) رواه البخاري ٧١٧

অর্থাৎ, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের সারিগুলি সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন।" (বুখারী ৭১৭) ইমাম নবওবী বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পারস্পরিক শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং মনোবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। কাতার সোজা না করা যে গোনাহ ও (শরীয়ত) বিরোধী কাজ এ কথা কারো নিকট গোপন নয়।

(খ) ইহা (কাতার সোজা করা) হলো নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্তঃ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)) رواه البخاري ٧٢٣

অর্থাৎ, "তোমরা কাতারগুলো সোজা করো। কারণ, কাতারগুলো সোজা করা হলো নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।" (বুখারী ৭২৩)

নামাযে কাতার সোজা করা ওয়াজিব। আর ইহা ত্যাগকারী গোনাহ-গার বলে বিবেচিত হয়।

(গ) এতে শয়তানের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلَيِّنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ..)) رواه أبوداود ٦٦٦

অর্থাৎ, "নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ হও, কাঁধে কাঁধ মিলাও, ফাঁকগুলো বন্ধ করো, নিজের ভাইদের হাতের প্রতি কোমল হও এবং শয়তানের জন্য ফাঁক রেখো না।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৬৬৬)

(ঘ) যে সারি মিলায় আল্লাহ তাকে নিজের সাথে মিলায়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((...وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ)) رواه أبوداود ٦٦٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তাকে নিজের (রহমতের) সাথে মেলাবেন। আর যে কাতার কাটে আল্লাহ তাকে (নিজের রহমত থেকে) কেটে দেবেন।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৬৬৬)

নামাযের প্রথম ধন-ভান্ডারের সারাংশ (নামাযের জন্য প্রস্তুতি)

আমল	নেকী
১। অযু করাঃ	ক-অযুর পানির সাথে গোনাহ ঝরে যাওয়া। খ- কিয়ামতের দিন অযুর স্থান গুলোর জ্যোতির্ময় হওয়া। গ-গোনাহ দূরীভূত ও মর্যাদা উন্নত হওয়া। ঘ- গোনাহসমূহ মাফ হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ লাভ।
২। অযুর পরের যিক্রঃ	ক- জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ। খ- এটা এক শুভ্র নিবন্ধে লিখে তাতে মোহর করে দেওয়া হবে। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে।
৩। দাঁতন করাঃ	মুখকে পরিষ্কার এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন।
৪। আগে-ভাগে নামাযে যাওয়াঃ	ক- বহু ফযীলত এবং কল্যাণ ও বরকত অনেক। খ- যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না সে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় লাভ

	করবে। (যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে) গ- প্রত্যেক পদচারণার পরিবর্তে এক বছর রোযা রাখার ও রাত্রে কিয়াম করার নেকী লাভ। (জুম-আর দিনে অগ্রিম গেলে)
৫। আযানের শব্দগুলো মুআযযিনের সাথে বলাঃ	জান্নাতে প্রবেশ।
৬।আযানের পর দুআ পড়লেঃ	ক- গোনাহসমূহ মাফ হবে। গ- কিয়ামতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুপারিশ লাভে ধন্য হওয়া যাবে।
৭। পায়ে হেঁটে মসজিদে গেলেঃ	ক- জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা হয়। খ-গোনাহসমূহ মাফ ও মর্যাদা উন্নত হয়। গ- বহু নেকী অর্জন হয়। ঘ- কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি লাভ হয়। ঙ- প্রত্যেক পদচারণা সাদক্বায় পরিণত হয়।
৮। প্রথম কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোঃ	ক- ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন। খ- উত্তম হওয়ার স্বীকৃতি।

	গ- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ-তাদের রহমত প্রেরণ। ঘ- পিছনে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, আল্লাহ পিছনে ফেলে দেন এই হুমকি থেকে মুক্তি লাভ।
৯। সুন্নাত নামাযগুলি আদায়ের যত্ন নেওয়াঃ	ক- জান্নাতে একটি ঘর লাভ। গ- আল্লাহ কর্তৃক রহমত প্রেরণ।(আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত পড়লে।)
১০। আযান ও ইক্বামতের মধ্যেখানে দুআ করলেঃ	এই দুআ কবুল হয়।
১১। নামাযের জন্য অপেক্ষা করলেঃ	ক- এর ফযীলত নামাযের সমান। গ-ফেরেশতাদেরর ক্ষমা প্রার্থনা। ঘ- গোনাহ মাফ ও মর্যাদা উঁচু হওয়া।
১২। ক- কুরআনে করীম তেলাওয়াতের যত্ন নিলেঃ ১২। খ- যিক্র আযকারঃ	ক- তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন খতম হয়। খ- এরই মাধ্যমে কুরআন মুখস্থ হয়ে যায়। গ- বহু নেকী অর্জিত হয়। ক- ১০০০নেকী লাভ ১০০০ গোনাহ মাফ হয়।

	খ- ১০ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী হয়+ ১০০নেকী পাওয়া যায়+১০০গোনাহ মাফ হয়+শয়তান থেকে হেফাযত থাকা যায়। গ- জান্নাতের ধন-ভান্ডারের একটি ভান্ডার পাওয়া যায়। ঘ- জান্নাতে গাছ লাগানো হয়।
১৩। কাতার সোজা করাঃ	ক- অন্তর ও লক্ষ্যসমূহে ঐক্য সৃষ্টি। খ- ইহা নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত। গ- শয়তানের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি। ঘ- যে কাতার সোজা করে আল্লাহ তাকে নিজের (রহম-তের) সাথে মেলান।

দ্বিতীয় ধন-ভান্ডার

নামায আদায় করা

নামায পড়াকালীন এই মূল্যবান ধন-ভান্ডারকে আমরা হাসিল করতে পারি। এখন আপনাদের সামনে এই ভান্ডার হাসিল করার পদক্ষেপগুলো পেশ করা হচ্ছেঃ

১। নামাযের ফযীলতঃ

সাধারণতঃ নামাযসমূহের ফযীলত অনেক। কিছু নামাযের বিশেষ ফযীলতও রয়েছে। যেমন, ফজর, আসর এবং এশার নামযের ফযীলত।

*নামাযের সাধারণ ফযীলতঃ

কুরআনে করীম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত এই নামাযের ধন-ভান্ডারের কথা আমাদের জন্য প্রকাশ করেছে। নামায আদায়ের যত্ন নিয়ে উহা হাসিল করা আমাদের উপর ওয়াজিব, যাতে করে আমাদের নেকীসমূহের পুঁজি বৃদ্ধি হয়। (নামাযের ফযীলতসমূহের মধ্যে হলো,)

(ক) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি লাভঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (لأنفال: ٣-٤)

অর্থাৎ, "সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পালনকর্তার নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।" (আনফালঃ ৩-৪) তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (طـه:١٣٢)

অর্থাৎ, "আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং আপনি নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রুজি চাই না। আমিই আপনাকে রুজি দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।" (ত্বোহাঃ ১৩২)

(খ) গোনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (هود:١١٤)

অর্থাৎ, "আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায আদায় করো এবং রাতের কিছু অংশেও। অবশ্যই পুণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়, নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য এটি এক নসীহত।" (হূদঃ ১১৪) রাসূল (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)) متفق عليه

٦٦٧-٥٢٨

অর্থাৎ, "আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবাগণ বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, পাঁচওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এই নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে ফেলেন।" (বুখারী ৫২৮-মুসলিম ৬৬৭) তিনি আরো বলেন,

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ)) رواه مسلم ٢٣٣

অর্থাৎ, "পাঁচওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত দিনগুলির এবং এক রামাযান অপর রামাযান পর্যন্ত দিনগু-লোর (গোনাহের) জন্য কাফফারা হয়, যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা হয় তাহলে।" (মুসলিম ২৩৩)

(গ) নামায রহমতঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (النور:٥٦)

অর্থাৎ, "নামায আদায় করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।" (নূরঃ ৫৬)

(ঘ) জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ লাভঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون: ١١)

অর্থাৎ, "আর যারা নিজেদের নামায আদায়ের যত্ন নেয়। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।" (মু'মিনুনঃ ৯-১১) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ فِي جَنَّـــاتٍ مُكْرَمُـــونَ ﴾ (المعارج: ٣٤-٣٥)

অর্থাৎ, "এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।" (মাআরিজঃ ৩৪-৩৫)

(ঙ) নামায হলো জ্যোতিঃ

আবু মালিক হারিস ইবনে আসেম আল আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((...الصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَـــا)) رواه مســـلم ٢٢٣

অর্থাৎ, "নামায হচ্ছে আলোক এবং সাদক্বা (ঈমানের সততার)

প্রমাণ। ধৈর্য ধারণ হচ্ছে জ্যোতি এবং কুরআন হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে হুজ্জত/দলীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নাফ্সের জন্য প্রচেষ্টা করে। ফলে হয় তাকে (আল্লাহর আনুগত্যে) বিক্রি করে, ফলে তাকে মুক্ত করে কিংবা (শয়তানের আনুগত্যে লাগিয়ে) তাকে ধ্বংস করে।" (মুসলিম ২২৩) নামায জ্যোতির্ময়। তাই তা আল্লাহভীরুদের চক্ষু শীতলকারী জিনিস। যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন, "আমার চক্ষু শীতল হয় নামাযে।"

***বিশেষ নামাযগুলোর ফযীলতঃ** (ফজর, আসর এবং এশার নামায)

-এই নামাযে রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোনঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (الاسراء: من الآية٧٨)

অর্থাৎ, "এবং ফজরে কুরআন পাঠের যত্ন নিন। অবশ্যই ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত হয়।" (বনী-ইসরাঈলঃ ৭৮) মুফাস্সেরী-নগণ বলেন, এর অর্থ হলো, ফজরের নামাযে রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন।

((يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ–وَهُوَ أَعْلَمُ

بِهِمْ-كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ)) متفق عليه ٥٥٥-٦٣٢

অর্থাৎ, "রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের নিকট আসেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হোন। তারপর রাতের ফেরেশতাগণ উপরে উঠে যান। আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন-যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত-আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে যখন রেখে আসি তখন তাঁরা নামাযরত ছিলো আর যখন আমরা তাদের কাছে পৌঁছে ছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিলো।" (বুখারী ৫৫৫-মুসলিম ৬৩২)

-জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভঃ

আবূ মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) متفق عليه ٥٧٤-٦٣٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ৫৭৪-মুসলিম ৬৩৫)

-জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভঃ

আবূ যুহায়ের আ'মারা ইবনে রাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "সেই ব্যক্তি কখনোও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যো-দয়ের পূর্বের (ফজরের) এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (আসরের) নামায আদায় করে।" (মুসলিম ৬৩৪)

-আল্লাহর হেফাযতে থাকাঃ

জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَيَطْلُبَنَّكُم اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ))

رواه مسلم ٦٥٧

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে নেয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে না বসেন।" (মুসলিম ৬৫৭)

-আল্লাহর দর্শন লাভঃ

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসা-ল্লাম)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا))

متفق عليه ٤٨٥١-٦٣٣

অর্থাৎ, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে যেমন

এই চাঁদকে দেখছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। কাজেই যদি পারো যে, সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের উপর কোন কিছু তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে না পারুক, তবে তা-ই করো।" (বুখারী ৪৮৫১- মুসলিম ৬৩৩)

-(এশার নামায জামাআতের সাথে পড়লে) অর্ধরাত এবং (ফজর পড়লে) পূর্ণ রাত কিয়াম করার নেকী হয়ঃ

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)) رواه مسلم ٦٥٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধরাত অবধি কিয়াম করলো। আর যে ফজরেরও নামায জামাআতের সাথে আদায় করলো, সে যেন সারারাত নামায পড়লো।" (মুসলিম ৬৫৬)

২। জামাআতের সাথে নামায আদায় করাঃ

জামাআতের সাথে নামায পড়ার নেকী অনেক যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। আমার সাথে এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন! আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)) رواه البخاري ٦٤٥ ومسلم ٦٥٠

অর্থাৎ, "জামাআতে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদার অধিকারী।" (বুখারী ৬৪৫-মুসলিম ৬৫০) আর একটি নেকী যেহেতু দশটার সমান, তাই জামাআতের সাথে নামায পড়ার মোট নেকী হয় ২৭× ১০=২৭০।

৩। বিনয়-নম্রতাঃ

নম্রতা-বিনয় হলো নামাযের প্রাণ। এরই উপর নামাযের নেকীর পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আপনাদের সামনে নম্রতার উপকারিতা গুলো তুলে ধরা হচ্ছে,

(ক) জান্নাত (ফিরদাউস) লাভের সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ إلى قوله تعالى- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (المؤمنون١:١١)

অর্থাৎ, "মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত।" (১১ নং আয়াত পর্যন্ত।) "তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা জান্নাতুল

ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।" (মু'মিনুনঃ ১-১১)

(খ) আল্লাহর ভালবাসা লাভঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ (الانبياء: من الآية ٩٠)

অর্থাৎ, "তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমার কাছে প্রার্থনা করতো এবং তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।" (আম্বিয়াঃ ৯০) নম্রতা হলো আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রশংসনীয় গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালবাসেন।

(গ) তাকে (বিনয়ীকে) আল্লাহ কিয়ামতের দিন নিজ ছায়ায় আশ্রয় দেবেনঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ...)) وذكر منهم: ((وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) متفق عليه ٦٦٠-١٠٣١

অর্থাৎ, "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না---।" তাদের মধ্যে একজন হলো, "সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে দু'চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে।" (বুখারী ৬৬০-মুসলিম ১০৩১)

(ঘ) নম্রতা নামাযের নেকী বৃদ্ধি করেঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عَشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) رواه أحمد وأبوداود

অর্থাৎ, "অবশ্যই বান্দা অনেক সময় নামায পড়ে অথচ সেই নামাযের নেকীর কেবল এক দশমাংশ, এক নবমাংশ, এক অষ্টমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক ষষ্টমাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ নেকী তার জন্য লিখা হয়।" (আহমদ ও আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আল-বানীঃ ৭৯৬)

(ঙ) গোনাহ মাফসহ প্রচুর নেকী হয়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيْماً ﴾

অর্থাৎ, "আর বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী----তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (৩৩ঃ ৩৫)

৪। 'ইস্তিফতা'-এর দুআঃ

প্রারম্ভিক যিক্‌রের সংখ্যা অনেক। তার মধ্য থেকে উদাহরণ স্বরূপ এই "আল্লাহু আকবার কাবীরা' আলহামদু লিল্লাহি কাসীরা অ সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও অ অসীলা' যিক্‌রটি উল্লেখ করলাম,

এর মহা ফযীলতের দিকে লক্ষ্য করে। জানেন এর ফযীলত কি? এর জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((بَيْنَمَا نَحْنُ–نُصَلِّي–مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا)) فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) رواه مسلم ٦٠١

অর্থাৎ, "আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়তে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'আল্লাহু আকবার কাবীরা' অলহামদু লিল্লাহি কাসীরা অ সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও অ অসীলা' শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাক্যগুলো কে বলতেছিলো?" তখন লোকদের একজন বললো, আমি বলছিলাম হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়।" (মুসলিম ৬০১) ইবনে উমার বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মুখ থেকে এ কথা শুনার পর হতে এ কালেমাগুলো আমি আর কোন দিন (পড়া) বাদ দিই নি।

৫। সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ

(ক) এটা কুরআনের এক মহান সূরাঃ

জানেন এই সূরাটি পড়লে আপনি কুরআনের এক মহান সূরা পা-

ঠকারী বিবেচিত হবেন। আমার সাথে এই হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! আবূ সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে ডাকলে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। তারপর (নামায শেষে) তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামায আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, "মহান আল্লাহ কি এ কথা বলেন নি যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো যখন রাসূল তোমাদে-রকে আহ্বান করে'।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তোমাকে মসজিদ থেকে তোমার বের হওয়ার পূর্বে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা হলো কুরআনের সুমহান সূরা।" এই বলে আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বললেন যে আমাকে কুরআনের এক মহান সূরা শিখিয়ে দেবেন। তিনি বললেন, তা হলো, "সূরা ফাতিহা যার নাম আস্‌সাবউল মাসানী ও আল-কুরআনুল আযীম, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

(খ) প্রশংসা ও প্রার্থনাঃ

সূরা ফাতিহা পাঠ মহান আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত। এর প্রথমাংশে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গৌরবময় সত্ত্বার মাহাত্ম্যের বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বান্দার প্রার্থনা ও দুআ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

মহান আল্লাহ বলেন,

((قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {اَلْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: {اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ} قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ}قَالَ: هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ)) رواه مسلم ٣٩٥

অর্থাৎ, "আমি নামাযকে আমার ও বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের জন্য) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দা বলে, 'আররা-হমানীর রাহীম' (তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করলো। যখন বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াও মিদ্দীন' (প্রতিফল দিবসের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করলো। যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন' (আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।) তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত

এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাস্‌সিরাত্বল মুস্তাক্বীম সিরাতাল্লাযীনা আনআ'মতা আলাই-হিম গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্‌ যা-ল্লীন' (আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছো, তাদের পথ নয় যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।) তখন আল্লাহ্‌ বলেন, এ সব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।" (মুসলিম ৩৯৫)

৬। আ-মীন বলাঃ

ভাই মুসল্লী! সুসংবাদ শুনে নিন, যার আ-মীন ফেরেশতাদের আ-মীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ} فَقُوْلُوا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) وفِي روايـــة: ((إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْـــدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) رواه البخاري ٧٨٢، ٧٨١

অর্থাৎ, "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্‌ যা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আ-মীন বলবে। কেননা, যার কথা (আ-মীন বলা) ফেরেশতাদের কথার (আ-মীন বলার) সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "যখন তোমাদের কেউ আ-মীন বলে আসমানের

ফেরেশতারাগণও আ-মীন বলে থাকেন। উভয়ের আ-মীন পরস্পর মিলিত হলে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।” (বুখারী ৭৮২, ৭৮১)

৭। রুকু’ করাঃ

রুকু’ করার উপকারিতার মধ্যে হলো গুনাহসমূহের ঝরে যাওয়া। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ)) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٦/٣

অর্থাৎ, “বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত গোনাহ নিয়ে এসে তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। যতবারই সে রুকু’ অথবা সেজদা করে, ততবারই তার থেকে গোনাহ ঝরে পড়তে থাকে।” (ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি তাঁর ‘সুনানুল কুবরা’এ বর্ণনা করেছেন। ৩/ ১৬)

৮।রুকু’ থেকে উঠে দুআ পড়াঃ

রুকু’ থেকে উঠে দুআ পড়ার বড় ফযীলত এবং প্রচুর নেকী।

(ক) যার ‘আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ’ বলা ফেরেশতাদের ‘রব্বানা অ লাকাল হাম্‌দ’ বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবেঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ، فَقُوْلُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـــهِ)) رواه البخـــاري ٧٩٦ ومسلم ٤٠٩ وفي رواية: ((فَقُوْلُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

অর্থাৎ, "যখন ইমাম 'সামিআ'ল্লাহুলিমান হামিদা' বলবে, তখন তোমরা বলো, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ'। কেননা, যার (রব্বানা লাকাল হাম্‌দ) বলা ফেরেশতাদের (রব্বানা লাকাল হাম্‌দ) বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৭৯৬ ও মুসলিম ৪০৯) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "তখন তোমরা বলো, 'রব্বানা অ লাকাল হাম্‌দ'।"

(খ) যে 'রব্বানা অ লাকাল হাম্‌দ হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফী-হ্' বলে, তার এ কথা লিখার জন্য ফেরেশতাদের তাড়াহুড়ো করাঃ

রিফাআ' ইবনে রাফে' যুরাক্বী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদা' বলে রুকু' থেকে স্বীয় মাথা উঠালেন, তখন তাঁর পিছনের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'রব্বানা অ লাকাল হাম্‌দ হামদান কাসীরান ত্বাইয়ে-বান মুবারাকান ফী-হ'। সালাম ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে কথা বলছিলো?" লোকটি বললো, আমি। তিনি তখন বললেন, "আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।"

(বুখারী ৭৯৯-মুসলিম ৬০০)

৯। সেজদা করাঃ

অবশ্যই সেজদা হচ্ছে নামাযের অঙ্গসমূহের এক মহান অঙ্গ। কারণ, এতে রয়েছে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর জন্য পূর্ণ নতি স্বীকার ও বিনয়াবনত হওয়া। তাই সেজদার মধ্যে রয়েছে প্রচুর নেকী। আমার সাথে এই মহান নেকীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন!

***পরিত্রাণঃ (জান্নাত লাভের সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ)**

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج:٧٧)

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা রুকু' করো, সেজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎকাজ সম্পাদন করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।" (হাজ্জঃ ৭৭) আবূ বাকার জাযায়েরী (لعلكم تفلحون) 'যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জান্নাত লাভের সফলতা অর্জনের যোগ্য হতে পারো।

***আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর সন্তুষ্টি ও কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি লাভঃ**

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ (الفتح:٢٩)

অর্থাৎ, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভুতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু' ও সেজদারত দেখবেন। তাঁদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।" (ফাতহ্ঃ ২৯) সাআদী তাঁর তফসীর গ্রন্থে (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অধিক ও সুন্দর ইবাদত তাঁদের মুখমন্ডলে এমন নিশান মেরে দিয়েছে যা দীপ্তমান। যেমন নামাযের দ্বারা তাঁদের অভ্যন্তর আলোক-উজ্জ্বল, তেমনি উহার মাহাত্ম্যে তাঁদের বাহ্যিকও জ্যোতির্ময়।

***মর্যাদা উন্নত ও গোনাহ মাফ হয়ঃ**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لله فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لله سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً)) رواه مسلم ٤٨٨

অর্থাৎ, "তুমি বেশী বেশী সেজদা করো। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্য একটি সেজদা করলে তার দ্বারা আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তোমার থেকে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেন।" (মুসলিম ৪৪৮)

***(জান্নাতে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর সঙ্গ লাভঃ**

রাবীআ’ ইবনে কা’আব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِي: ((سَلْ)) فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّة، قَالَ: ((أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟)) قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ: ((فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ الْسُّجُوْدِ)) رواه مسلم ٤٨٩

আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর সাথে রাত্রি যাপন করলাম এবং তাঁকে অযুর পানি ও অন্যান্য জিনিস এনে দিতাম। (একদা) তিনি আমাকে বললেন, “চাও।” আমি বললাম, আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। তিনি বললেন, “এ ছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, ওটাই চাই। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি নিজের জন্য বেশী বেশী সেজদা ক’রে আমাকে সাহায্য করো।” (মুসলিম ৪৮৯)

***দুআ কবুল হওয়ার স্থানঃ**

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِن رَّبِهِ-عزوجل- وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) رواه مسلم ٤٨٢

অর্থাৎ, “বান্দা সেজদারত অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালকের সর্বাধিক নিকটে হয়। কাজেই (সেজদাবস্থায়) বেশী বেশী দুআ করো।”

(মুসলিম ৪৮২) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেন,

((وَأَمَّا السُّجُوْدَ فَاجْتَهِدُوا مِن الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) رواه مسلم ٤٧٩

অর্থাৎ, "সেজদায় বেশী বেশী দুআ করো। কারণ, দুআ কবুল হওয়ার জন্য এটা অতীব উপযুক্ত সময়।" (মুসলিম ৪৭৯)

***গোনাহ ঝরে যায়ঃ**

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ)) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٦/٣

অর্থাৎ, "বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত গোনাহ নিয়ে এসে তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। যতবারই সে রুকু' অথবা সেজদা করে, ততবারই তার থেকে গোনাহ ঝরে পড়তে থাকে।" (বায়হাকী)

***সেজদার জায়গাগুলো আগুন খাবে নাঃ**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ)) رواه البخاري ٧٤٣٨ ومسلم ١٨٢

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহ জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন

সেজদার জায়গাগুলো খাওয়াকে।” (বুখারী ৭৪৩৮-মুসলিম ১৮২) কেননা, মু'মিনদের তাওবা যদি আল্লাহ কবুল না করেন এবং তাদের সৎকাজগুলো যদি অসৎকাজের উপর প্রাধান্য লাভ করতে না পারে, তাহলে গোনাহ সমপরিমাণ জাহান্নামের আযাব তারা ভোগ করবে। কিন্তু তাদের সেজদার স্থানগুলো যেহেতু সম্মানজনক, তাই আগুন তা খাবে না এবং তাতে কোন প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করবে না।

১০। প্রথম তাশাহহুদঃ আসমান ও যমীনে নেক বান্দাদের সংখ্যা সমপরিমাণ নেকীঃ

প্রথম তাশাহহুদের ফযীলত যে অনেক তা উহার মধ্যে ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) দুআর এই শব্দগুলোর দ্বারা প্রকাশ পায়। আমার সাথে লক্ষ্য করুন! আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযীয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাশাহহুদ ঐভাবেই শিখিয়ে দিলেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিখিয়ে দেন। আর তখন আমার হাতের তালু তাঁর হাতের তালুর মধ্যে ছিলো। (তিনি বললেন,)

((التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ)) فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ((أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, “যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর

নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষণ হোক।" কেননা, তোমরা এ দুআ করলে, আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (বুখারী ৮৩১)

দোষ-ত্রুটি এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপত্তার এই দুআ আমাদের জন্য, যমীন ও আসমানে বসবাসকারী মানুষ,-মৃত হোক বা জীবিত- ফেরেশতা এবং জ্বিন সহ আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের জন্যও। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ লক্ষ্য করুন, আপনি যে সকল আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব তিনি আপনাকে দান করবেন।

১১। শেষের তাশাহহুদঃ (নবীর উপর দরূদ পাঠ)

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠের নেকী অনেক। সওয়াব দ্বিগুণ। (এই নেকীগুলোর) মধ্যে হলো,

(ক) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুকরণঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (الأحزاب:٥٦)

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। তাঁর ফেরে-

শতাগণ তাঁর জন্য দুআ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।" (আহযাবঃ ৫৬)

(খ) দশগুণ পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়ঃ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً)) رواه مسلم ٤٠٨

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম ৪০৮)

(গ) দশটি নেকী লিখা হয় এবং দশটি গোনাহ মাফ করা হয়ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ)) وفي لفظ: ((وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ)) وفي رواية: ((وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ)) رواه أحمد

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেন।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "এবং তার থেকে দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেন।" অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, "এবং তার থেকে দশটি পাপ দূর করে দেন।" (আহমদ)

১২। সালাম ফিরার পূর্বে দুআ করাঃ

সালাম ফিরার পূর্বে দুআ করা উহা কবুল হওয়ার মুহূর্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ফযীলত যদি না হতো, তবে এটাই আমাদের জন্য

যথেষ্ট ছিলো। কেননা, মুসল্লী এ অবস্থায় তার রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে তাঁর সাথে মুনাজাতে ব্যস্ত অতএব তার দুআ কবুল হওয়ার বেশী দাবী রাখে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ...)) وفيه: ((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ)) وفي رواية: ((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ)) رواه البخاري ٨٣٥ مسلم ٤٠٢

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন সে যেন বলে, 'আত্তাহিয়্যাতো লিল্লাহি' আর এতে রয়েছে, "অতঃপর সে যা চায় তা নির্বাচন ক'রে চাইবে।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "অতঃপর সে যে কোন দুআ বেছে নেবে।" (বুখারী ৮৩৫-মুসলিম ৪০২)

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দুআ বেশী শোনা হয়? তিনি বললেন,

((جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ)) رواه الترمذي ٣٤٩٩

অর্থাৎ, "গভীর রাতের এবং ফরয নামাযসমূহের (সালাম ফিরার) শেষাংশের পরের দুআ।" (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ৩৪৯৯) 'দুবুরুস্সলাত' অধিকন্তু সালাম ফিরার পূর্বের সময়কেই বলে।

নামাযের দ্বিতীয় ধন-ভান্ডারের সারাংশ

আমল	নেকী
১। নামাযের ফযীলত	-উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মান জনক রুজি। -গোনাহের কাফ্ফারা ও তা দূরী-করণ। -নামায রহমত। -জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ। -জ্যোতি লাভ। -রাত ও দিনের ফেশতাগণের উপস্থিত হওয়া। (ফজর ও আস-রের নামাযে) -জান্নাতে প্রবেশ। (ফজর ও আ-সরের নামায আদায় করলে।) জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (ফজর ও আসরের নামায পড়লে) -আল্লাহর দায়িত্বে হওয়া। (ফজ-রের নামায পড়লে) -আল্লাহর দর্শন। (ফজর ও আস-রের নামায পড়লে) -অর্ধ রাত কিয়ামের সওয়াব। (এশার নামায জামাতে পড়লে।) -পূর্ণ রাত কিয়ামের সওয়াব। (ফজরের নামায জামাতে পড়লে)

২। জামাআতে নামায আদায় করা।	২৭০ নেকী। ২৭× ১০=২৭০ নেকী।
৩। নামাযে নম্রতা।	(ক) জান্নাতুল ফিরাদাউস লাভের সফলতা অর্জন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ। (খ) আল্লাহর ভালবাসা লাভ। (গ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। (ঘ) নামাযের নেকী বর্ধিত হওয়া। (ঙ) গোনাহ মাফ হওয়া এবং প্রচুর নেকী লাভ।
৪। (নামাযের) প্রারম্ভিক দুআ। (দুআয়ে সানা)	আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়।
৫। সূরা ফাতিহা পড়া।	(ক) কুরআনের মহান সূরা পাঠ করা হয়। (খ) ইহা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত।
৬। আ-মীন বলা।	গোনাহসমূহ মাফ হয়।
৭। রুকু' করা।	পাপসমূহ ঝরে পড়তে থাকে।
৮। রুকু' থেকে উঠে দুআ পড়া।	(ক) গোনাহসমূহ মাফ হয়। (খ) তা লেখার জন্য ফেরেশতা-দের তাড়াহুড়ো করা।
৯। সেজদা করা।	-পরিত্রাণ পাওয়া। (জান্নাত

	লাভের সফলতা অর্জন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ।) -আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর সন্তুষ্টি এবং কিয়ামতের দিন জ্যোতি লাভ। -মর্যাদা এক ধাপ উন্নত হয় এবং একটি গোনাহ মাফ হয়। -জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গ লাভ। -পাপগুলো ঝরে পড়ে। -সেজদার স্থানগুলো আগুন খাবে না। (পাপী মু'মিনদের সেজদার জায়গাগুলো)
১০। প্রথম তাশাহহুদ।	আল্লাহর যে সকল নেক বান্দাদের জন্য আপনি নিরাপত্তার দুআ করবেন, তার বিনিময়ে নেকী পাবেন।
১১। শেষের তাশাহহুদ এবং নবীর উপর দরূদ পাঠ।	(ক) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুকরণ করা হয়। (খ) দশগুণ পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়। (গ) দশটি নেকী লেখা হয় এবং দশটি গোনাহ মাফ করা হয়।
১২। সালাম ফিরার পূর্বে দুআঃ	ইহা দুআ কবুল হওয়ার সময়।

তৃতীয় ধন-ভান্ডার

যিকর-আযকার ও নামাযের পরের কার্যাদি

নামাযের পরের যিক্‌রের শব্দগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং উহার নেকীসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহও বিভিন্ন প্রকারের। উহার নেকী ফযীলতগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) গোনাহসমূহ মাফ হয়ঃ

৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' এবং একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ----' পড়লে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رواه مسلم ٥٩٧

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে, তখন এটা মোট ৯৯ হয়। অতঃপর সে একশতবার পূর্ণ করার জন্য 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' পড়ে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের সমান হয়।" (মুসলিম ৫৯৭)

(খ) অনুগ্রহ, উচ্চ মর্যাদা এবং নিয়ামত অর্জন সহ জান্নাতে প্রবেশ ও ১৫০০নেকীও লাভ হয়ঃ

'সুবহানাল্লাহ' ১০বার+'আলহামদু লিল্লাহ' ১০বার+ এবং 'আল্লাহু আকবার' ১০বার পড়লে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالُوْا: صَلُّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوْا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوْا مِنْ فُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ: ((أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُوْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ: تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا)) رواه البخاري ٦٣٢٩

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! প্রাচুর্যের অধিকারীরাতো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তা কিভাবে?" তাঁরা বললেন, তাঁরা নামায পড়ে, যেরূপ আমরা নামায পড়ি। তাঁরা জিহাদ করে, যেরূপ আমরা জিহাদ করি। আর তাঁরা তাঁদের উদবৃত্ত সম্পদ থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয়ও করে। কিন্তু আমাদের সম্পদ নেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের খবর দেবো না, যার সাহায্যে তোমরা তাদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, যারা তোমাদের চাইতে

অগ্রবর্তী হয়ে গেছে এবং তোমাদের পরবর্তীদেরও অতিক্রম করতে পারবে। আর তোমাদের মত এরূপ নেকী নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সে ছাড়া যে তোমাদের ন্যায় আমল করবে। প্রত্যেক নামাযের পর ১০বার 'সুবহানাল্লাহ' ১০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে।" (বুখারী ৬৩২৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ-هُمَا يَسِيْرٌ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ: يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ...)) رواه أبوداود ٥٠٦٥ والترمذي ٣٤١٠

অর্থাৎ, "দুটি অভ্যাস। যে মুসলিম বান্দাই অভ্যাস দু'টির উপর যত্নবান হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাস দু'টি অতি সহজ। কিন্তু এ দু'টির উপর আমলকারীর সংখ্যা কম। প্রত্যেক নামাযের পর ১০বার 'সুবহানাল্লাহ' ১০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ফলে যবানে এর বলার সংখ্যা হবে ১৫০, কিন্তু নেকীর পাল্লায় হবে ১৫০০---।" (আবূ দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫০৬৫-৩৪১০)

(১৫০) ১০বার 'সুবহানাল্লাহ'+১০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' +১০বার 'আল্লাহু আকবার'=৩০×৫= ১৫০ আর নেকীর পাল্লায় ১৫০০ হয় এইভাবে, ১৫০× ১০= ১৫০০ নেকী হবে।

(গ) আয়াতুল কুরসী পাঠ করাঃ (জান্নাতে প্রবেশ)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَقْبَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ)) رواه النسائي في السنن الكبرى

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, মৃত্যু ব্যতীত কোন জিনিস তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে না।" (ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরা নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্যঃ আস্‌সাহীহঃ ৯৭২) অর্থাৎ, তার মধ্যে ও জান্নাতে প্রবেশ মধ্যে বাধা কেবল মৃত্যু।

(ঘ) সুন্নত নামায আদায় করাঃ (বাড়ীতে)

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, সুন্নত নামায হলো বার রাকআত। উম্মে হাবীবা বিনতে সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) رواه مسلم٧٢٨

অর্থাৎ, “যে মুসলিম বান্দাই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।” (মুসলিম ৭২৮)

তৃতীয় ধন-ভান্ডারের সারাংশ

আমল	নেকী
১। ‘সুবহানাল্লাহ’ ‘আলহামদু লিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বললে,	গোনাহসমূহ মাফ হবে। অনু-গ্রহ, উচ্চ মর্যাদা এবং নিয়ামত অর্জিত হবে। জান্নাতে প্রবেশ এবং ১৫০০ নেকী লাভ হবে।
২। আয়াতুল কুরসী পড়লে,	জান্নাতে প্রবেশ করবে।
৩। সুন্নত নামাযগুলো আদায় করলে,	জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين